## ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

# তদন্ত কমিটির তদন্ত...

লিখেছেন **গোলাম মর্তুজা অন্তু**

- আলোর মুখ দেখে না রিপোর্ট
- শিক্ষকরাও তদন্ত কাজে উৎসাহী নন
- দাবি উঠেছে পৃথক স্থায়ী তদন্ত সেল গঠনের
- অকার্যকর ডিসিপ্লিনারি বোর্ড

গত তিন দশকে বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় পাঁচশ' তদন্ত কমিটি গঠিত হলেও এসব কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি একবারও।

দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিসিপ্লিনারি বোর্ড অকার্যকর হয়ে পড়ায় যেকোনো ঘটনা ঘটার পর শুধু তদন্ত কমিটি গঠন করেই দায়িত্ব শেষ করে কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও তদন্ত কাজে অংশগ্রহণে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন। এমাতাবস্থায় দাবি উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃথক তদন্ত সেল গঠনের।

যেকোনো ঘটনার স্বচ্ছতা আনার জন্য তদন্ত কমিটি গঠিত হলেও কোনো ঘটনার প্রকৃত রূপ প্রকাশ করতে পারেনি একটি তদন্ত কমিটিও। শিক্ষকদের স্ত্রীর সঙ্গে খারাপ আচরণের ঘটনা থেকে শুরু করে শিক্ষার্থীদের ওপর সরকারদলীয় ক্যাডারদের হামলা, হত্যাকাণ্ড, ছাত্রীদের যৌন নিপীড়ন, আর্থিক অনিয়ম প্রভৃতি ঘটনার প্রেক্ষিতে স্বাধীনতা-উত্তর গত ৩৪ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তত ৫০০ তদন্ত কমিটি করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সূত্রগুলো বলছে, তদন্ত কমিটিগুলোর গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ পরবর্তী সময়ের জন্য সংরক্ষন করা হয় না। এমনকি কোন শিক্ষক কোন তদন্ত কমিটির সদস্য ছিলেন সে তথ্যও দিতে পারে না বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। অভিযোগ রয়েছে, কোনো কোনো তদন্ত কমিটি রিপোর্টই পেশ করে না। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সব সরকারের আমলেই রাজনৈতিকভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ ব্যক্তিরা সরকারি দলের ক্যাডারদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে আসছেন। এটাকে অনেক শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অসহায়ত্ব বলে উল্লেখ করেছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন শিক্ষক এ বিষয়ে বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের এ অসহায়ত্বের কারণে সরকারদলীয় ক্যাডাররা একই অপরাধ বারবার ঘটাতে সাহস পাচ্ছে। শাস্তি প্রদানের একটি উদাহরণও যদি তাদের সামনে থাকত, তবে তারা এতটা খোলামেলাভাবে অপরাধ করতে সাহস করত না।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেকজন প্রবীণ শিক্ষক বললেন, 'স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হওয়ার পরও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কিছুই নিয়ন্ত্রিত হয় রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা। এমনকি সরকারদলীয় পাতি নেতারা প্রায় সময়ই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকেও তোয়াক্কা করে না। আর যেসব ছাত্র ও শিক্ষক অপরাধ করে থাকে অপরাধের পর তারা কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের আশ্রয়ে চলে যায়। ফলে তদন্ত কমিটি আসল ঘটনা প্রকাশ করতে পারে না।' তিনি বলেন, 'নকল করে ধরা পড়ার পড়েও কোনো কোনো শিক্ষক সেই ছাত্রের পক্ষে সাফাই গান।' তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'আমাদের দায়বদ্ধতার কোনো জায়গা নেই। এখন আমরা একমাত্র গডফাদারদের কাছে দায়বদ্ধ। তাই এখানে ভালো কিছু সম্ভব নয়।'

### কিভাবে তদন্ত কাজ চালানো হয়

কোনও ঘটনা ঘটার পর সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী বা শিক্ষকদের সাময়িকভাবে শান্ত করতে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শী বা জড়িতদের বা এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের কয়েক দফা জিজ্ঞাসাবাদ করেই তদন্ত কাজ শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত কমিটি। অনেক ক্ষেত্রে সাক্ষীদের কাছে চিঠি ইস্যু করেই দায়িত্ব শেষ করে। সাক্ষীরাও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সাক্ষ্য প্রদানে উৎসাহী হয় না। ফলে শুরুতেই তদন্ত কাজ ভেস্তে যায়। এ কারণে তদন্ত কমিটির ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের শিক্ষক-ছাত্র সবাই। সংশ্লিষ্টদের মতে, এ তদন্ত কমিটিগুলো সমস্যার স্বরূপ নির্ণয় করতে পারে না কখনো। সংকটের স্থায়ী সমাধানেও ভূমিকা রাখতে পারে না। ঘটনার পরপর তাৎক্ষণিক 'আইওয়াশ' ছাড়া তদন্ত কমিটির আর কোনো কার্যকারিতা নেই।

### শিক্ষকরা তদন্ত কাজে আগ্রহী নন

তদন্ত কমিটির প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও। অর্থহীন তদন্ত কমিটির সদস্য হতে চান না তারা। সর্বশেষ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হ্যাপি বাস চাপায় মারা যাওয়ার পর উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত নয় সদস্যের তদন্ত কমিটি থেকে তদন্ত কাজ শুরুর আগেই তিনজন সদস্য পদত্যাগ করেন।

বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে গঠিত তদন্ত কমিটিগুলোর বিরুদ্ধে রয়েছে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের অভিযোগও। এসব ক্ষেত্রে তদন্ত কমিটি অনেক তথ্য এড়িয়ে যায় বলে অভিযোগ রয়েছে। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ **অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসান** বলেন, 'দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সংঘর্ষ, হামলা, দুর্নীতি, অনিয়ম, প্রশ্ন ফাঁস, যৌন নীপিড়ন প্রভৃতি ঘটনা ক্রমাগত ঘটে চলেছে। এসব ঘটনার তদন্তের জন্য একটি পৃথক তদন্ত সেল গঠন প্রয়োজন।'

### ডিসিপ্লিনারি বোর্ড

বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য উপাচার্য, প্রো-উপাচার্য, প্রক্টর, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, হল প্রভোস্ট ও ছাত্র নির্দেশনা এবং পরামর্শদান কেন্দ্রের পরিচালক ও সিন্ডিকেটের সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয় ডিসিপ্লিনারি বোর্ড। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্টের আলোকে ডিসিপ্লিনারি বোর্ড দোষীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়। কিন্তু নিজেই অকার্যকর হয়ে পড়েছে ডিসিপ্লিনারি বোর্ড। ডিসিপ্লিনারি বোর্ডের সর্বশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয় গত ৩১ মে। গত বছরের ১১ সেপ্টেম্বর ছয় ছাত্র সংগঠনের সমাবেশে ছাত্রদলের হামলার বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য এ সভা বসেছিল। তবে এ সভা থেকে বোর্ডের চার সদস্য ওয়াক আউট করেন। ডিসিপ্লিনারি বোর্ড থেকে ওয়াকআউট করা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন **অধ্যাপক হারুন অর রশীদ** বলেন, 'ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষপাতিত্বের প্রতিবাদে আমরা ওয়াকআউট করেছি।'

### স্বাধীনতা-উত্তর ৩৪ বছরে ক্যাম্পাসে ৭৪টি হত্যাকাণ্ড : বিচার হয়েছে ১টির

স্বাধীনতা-উত্তর ৩৪ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ৭৪টি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। এর মধ্যে শুধু ১৯৭৪ সালের ৪ এপ্রিল সংঘটিত বহুল আলোচিত 'সেভেন মার্ডার' মামলার বিচার সম্পন্ন হলেও শাস্তি ভোগ করেনি আসামিরা। এ মামলার রায় হয় ১৯৭৮ সালে। এ রায়ে কয়েকজন আসামির জেল হলেও পরবর্তীকালে তারা সবাই আইনের ফাঁক গলে বেরিয়ে আসে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও এ হত্যাকাণ্ডের নায়কদের শাস্তির বিষয়ে কোনো ভূমিকা পালন করতে পারেনি। এরপর আরেকটি আলোচিত হত্যাকাণ্ড ১৯৯২ সালের ৯ জানুয়ারি ছাত্রলীগের তৎকালীন সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান বাদলকে শামসুন্নাহার হলের সামনে গুলি করে হত্যা করা হয়। পরবর্তীতে এ মামলার ১৪ আসামির প্রত্যেকে খালাস পেয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রগুলো বলছে, এসব হত্যাকাণ্ডের পর যেসব তদন্ত কমিটি করা হয়েছে সেগুলোর ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবেও কাউকে শাস্তি প্রদান করা হয়নি। এসব তদন্ত কমিটির রিপোর্টে আদৌ অপরাধী হিসেবে কারও নাম প্রস্তাব করা হয়েছে কিনা তা নিয়েও অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

ক্যাম্পাসের হত্যার শিকার ও হত্যাকারীদের বেশির ভাগই বহিরাগত। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে খুন হলে তার বিচার হয় না- অপরাধ জগতে এরকম একটা কথা প্রচলিত রয়েছে বলে জানা গেছে। যার ফলে বহিরাগত সন্ত্রাসীরা ক্যাম্পাসকে ব্যবহার করে আসছে 'নিরাপদ ক্রাইম জোন' হিসেবে। এ ক্যাম্পাসে ছাত্র হত্যা ঘটনার প্রায় সবগুলোই রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। তবে যেসব বহিরাগত ক্যাম্পাসে হত্যার শিকার হয়েছে তাদের বেশির ভাগই অপরাধজগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল বলে জানা গেছে।

### উপাচার্যের বক্তব্য

**'ডিসিপ্লিনারি বোর্ড সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পন্থায় চলছে। ক্যাম্পাস পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য আমরা সম্ভাব্য সব রকম পদক্ষেপ নিচ্ছি। ক্যাম্পাসের উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য দায়ী ব্যক্তিদের অবশ্যই শাস্তি দেওয়া হবে বলে তিনি জানান।'**

### পৌনে চার বছরে ছয় হামলা

২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিএনপির ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সাধারণ শিক্ষার্থী ও বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলোর ওপর ছয়টি বড় ধরনের হামলা চালিয়েছে। যেগুলোর প্রতিটি হামলায় শতাধিক শিক্ষার্থী আহত হয়েছে। এর মধ্যে আবার তিনটি হামলায় পুলিশ ও ছাত্রদলের যৌথ অংশগ্রহণ ছিল। এসব হামলার ঘটনা তদন্তের জন্য কমিটিও গঠিত হয়েছে। তদন্ত কমিটিগুলো দেরিতে হলেও রিপোর্ট জমা দিয়েছে। কিন্তু দোষীদের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়নি কর্তৃপক্ষ।

### শামসুন্নাহার হলে পুলিশি হামলা

গত ২০০২ সালের ২৩ জুলাই শামসুন্নাহার হলে পুলিশ অনুপ্রবেশ করে ছাত্রীদের ওপর অমানবিক নির্যাতন চালায়। এ ঘটনার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ কর্মসূচি পালনকালে ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা সেখানে হামলা চালায়। শামসুন্নাহার হলে পুলিশি নির্যাতন ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ মিছিলে ছাত্রদলের হামলা ঘটনার প্রতিবাদে কয়েকটি ছাত্র সংগঠন মিছিল বের করলে ছাত্রদল তাদের ওপরও হামলা চালায়। দীর্ঘ তদন্তের পর পেশকৃত ১৫০ পৃষ্ঠার তদন্ত রিপোর্ট আজও আলোর মুখ দেখেনি। শাস্তি পায়নি কোনো পুলিশ কর্মকর্তা বা ছাত্রদল ক্যাডার।

### রোকেয়া হলে ক্যামেরা

গত বছরের অক্টোবর মাসে রোকেয়া হলের বাথরুমে 'ক্যামেরা রাখা' পাতা ছিল এরকম গুজবে ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি হয়। হলের ছাত্রীরা প্রশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনেও নেমেছিল। এ ঘটনার তদন্তে রোকেয়া হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক তাজমেরি এস ইসলামকে প্রধান করে দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি উপাচার্যের কাছে রিপোর্ট পেশ করে। কিন্তু কি আছে এ রিপোর্টে তা প্রকাশ করা হয়নি।

### খোকন হত্যাকাণ্ড

গত বছরের ১৫ সেপ্টেম্বর প্রতিপক্ষ গ্রুপের নির্মম হামলায় আহত হয়ে গত ১৮ সেপ্টেম্বর জহুরুল হক হলের ছাত্রদল নেতা মাহাবুবুল ইসলাম খোকন নিহত হন। খোকন হত্যা মামলার তদন্তে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসানকে প্রধান করে একটি ও জহুরুল হক হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক নিজামুল হক ভুঁইয়াকে প্রধান করে অপর একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে কারো বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নিতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। রিপোর্টও প্রকাশিত হয়নি।

### ১১ সেপ্টেম্বর ছয় ছাত্র সংগঠনের সমাবেশে হামলা

গত বছরের ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগের সমাবেশে গ্রেনেড হামলা করে ২২ জনকে হত্যার প্রতিবাদে ১১ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগসহ ছয় ছাত্র সংগঠনের যৌথ সমাবেশে ছাত্রদলের হামলা

ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের কক্ষ ভাঙচুরের ঘটনায় এখন পর্যন্ত শাস্তি পায়নি দোষীরা। ঘটনার তদন্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য অধ্যাপক আ ফ ম ইউসুফ হায়দারকে প্রধান করে নয় সদস্যের একটি উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। মোট আটজনকে দোষী চিহ্নিত করে ১৩ অক্টোবর উপাচার্যের কাছে ১৮৭ পৃষ্ঠার চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দেয় তদন্ত কমিটি। রিপোর্টের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ডিসিপ্লিনারি বোর্ডকে (ডিবি) নির্দেশ দেয় সিন্ডিকেট। এরপর ২৮ অক্টোবর উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটির পেশকৃত তদন্ত রিপোর্টটিকে অসম্পূর্ণ বলে উল্লেখ করে তা পুনরায় যাচাই-বাছাইয়ের জন্য প্রক্টর অফিসকে দায়িত্ব দেয় ডিসিপ্লিনারি বোর্ড। অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের কক্ষ ভাঙচুরের ঘটনায় দু'ছাত্রদল নেতাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়। এরপর এ ঘটনায় আর কারো বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

> গত বছরের অক্টোবর মাসে রোকেয়া হলের বাথরুমে 'ক্যামেরা রাখা' পাতা ছিল এরকম গুজবে ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি হয়। হলের ছাত্রীরা প্রশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনেও নেমেছিল। এ ঘটনার তদন্তে রোকেয়া হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক তাজমেরি এস ইসলামকে প্রধান করে দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি উপাচার্যের কাছে রিপোর্ট পেশ করে। কিন্তু কি আছে এ রিপোর্টে তা প্রকাশ করা হয়নি।

### টিএসসিতে বোমা হামলা

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি টিএসসিতে ভালোবাসা দিবসের অনুষ্ঠানে বোমা হামলার ঘটনারও কোনো কূলকিনারা করতে পারেনি কর্তৃপক্ষ বা পুলিশ। ঘটনার তদন্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য অধ্যাপক আ ফ ম ইউসুফ হায়দারকে প্রধান করে তিন সদস্যের একটি কমিটি করা হয়। চলতি বছরের এপ্রিলে এ কমিটি একটি রিপোর্ট প্রদান করে। কিন্তু কি আছে এ রিপোর্টে তা কেউই জানতে পারেনি। এ রিপোর্টের ভিত্তিতে পরবর্তীতে জড়িতদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাও নেওয়া হয়নি। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে পুলিশ এফ রহমান হল ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র আবু আব্বাস ভুঁইয়াকে গ্রেপ্তার করে রিমান্ডে নেয়। পরে চলতি মাসের প্রথম দিকে ছাড়া পায় আব্বাস।

### সাংবাদিক নির্যাতন

গত পৌনে চার বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকের ছয়জন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি লাঞ্ছিত হয়েছে। ক্যাম্পাসে কর্মরত ফটোসাংবাদিকরাও বেশ কয়েকবার নিগ্রহের স্বীকার হয়েছে। এগুলোর মধ্যে গত ২০০৩ সালের ৩০ জুলাই ডেইলি স্টারের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি হাসান জাহিদ তুষার ও গত বছরের ৩ মার্চ প্রথম আলোর ফটো সাংবাদিক ফিরোজ চৌধুরীকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা। এখন পর্যন্ত এসব কোনো ঘটনার দোষীদের বিচার করেনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। গত বছরের এপ্রিলে ঢাকা মেডিক্যালের সামনে ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা সংবাদ ও ডেইলি স্টারের স্টাফ রিপোর্টার বাকি বিল্লাহ ও শাহিন মোল্লাকে মারধর ও কয়েকটি ওষুধের দোকান ভাঙচুর করে। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পাঁচ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হলেও এখনো আলোর মুখ দেখেনি তদন্ত রিপোর্ট। কারো বিরুদ্ধেই ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়নি। সর্বশেষ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী শাম্মী আক্তার হ্যাপি বাস চাপায় নিহত হওয়ার পর প্রতিবাদমুখর ক্যাম্পাসে ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের হাতে নিগৃহীত হয় জনকণ্ঠের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক মাজহারুল আনোয়ার শিপু ও মানবজমিনের রিয়াজুল ইসলাম।

*এ ঘটনার তদন্ত রিপোর্ট আজও আলোর মুখ দেখেনি*

### ভিসি ও ট্রেজারারের বক্তব্য

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও ডিসিপ্লিনারি বোর্ডের সভাপতি অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ এ বিষয়ে প্রতিবেদককে বলেন, 'ডিসিপ্লিনারি বোর্ড সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পন্থায় চলছে। তিনি বলেন, ক্যাম্পাস পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য আমরা সম্ভাব্য সব রকম পদক্ষেপ নিচ্ছি। ক্যাম্পাসের উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য দায়ী ব্যক্তিদের অবশ্যই শাস্তি দেওয়া হবে বলে তিনি জানান।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসান বলেন, 'কোনো তদন্ত রিপোর্টই জনসম্মুখে প্রকাশিত হয় না এবং এসব তদন্ত রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে দোষীদের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না।' তিনি বলেন, 'এসব তদন্ত কমিটি কোনো বিষয়ের গভীরে গিয়ে আসল ঘটনা তুলে ধরতে পারে না বরং অনেক সময় মূল ঘটনা আড়াল করা হয়। তিনি বলেন, 'শিক্ষকরা তো আর তদন্তকারী কর্মকর্তা নন। কোনো ঘটনা তদন্তের জন্য পর্যাপ্ত গুণাবলী ও যোগ্যতার অভাবে শিক্ষকরা তদন্ত করে আসল ঘটনা তুলে ধরতে ব্যর্থ হন।'

সাধারণ শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের প্রশ্ন এভাবেই কি দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠে একের পর অপরাধ করে পার পেয়ে যাবে অপরাধীরা? আর মেরুদন্ডবিহীন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নানা বহানায় ওদের শেল্টার দিয়ে যাবে?